দৈনিক ইনকিলাব

তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 03 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

086

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনে নৈতিক অবক্ষয় ও প্রতিকার

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। একটি জাতির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সে জাতির সুষ্ঠু পরিকল্পিত শিক্ষানীতির উপর। মানুষের বিবেক বুদ্ধি, বিচার বিবেচনা, মানবিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন এবং উন্নততর জীবন যাপনই শিক্ষার প্রকৃতি উদ্দেশ্য। কোন জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত সুষ্ঠ শিক্ষানীতির উপর নির্ভর করে সেই জাতির আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি। যে জাতি শিক্ষাদীক্ষায় যত বেশী উন্নত, সে জাতি নিঃসন্দেহে ততবেশী নীতিবান ও নিষ্ঠাবান। প্রায় দেড়যুগ পূর্বে আমরাও একটি স্বাধীন সার্বভৌম উন্নয়নশীল জাতি হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেছি। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় আমাদেরও রয়েছে শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা। কিন্তু দৃশ্যতঃ উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে আমরা আশানুরূপ উন্নতিলাভে ব্যর্থ হতে চলেছি।

এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে শিক্ষার্থীদের দুঃসহ নৈতিক অবক্ষয়, শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা অসদুপায় অবলম্বন ইত্যাকার লজ্জাজনক পরিস্থিতি শিক্ষার আকাঙ্খিত পরিবেশকে ব্যাহত করছে, যার ফলশ্রুতিতে আজ শিক্ষার গুণগত মান চলে আসছে নিম্নপর্য্যায়ে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈতিক অধঃপতনের ধ্বংস নেমে আসছে তা সত্যি জাতির জন্য এক অশনিসংকেত। শিক্ষাঙ্গনে আজ আর সেই অতীত জৌলুস, প্রশান্ত পরিবেশ, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কিছুই নেই। শিক্ষাঙ্গন আজ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের কালিমায় কলুষিত। শিক্ষাঙ্গনের শান্ত সাবলীল পরিবেশই প্রকৃত শিক্ষার পূর্বশর্ত। দুঃখের সাথে বলতে হয়, আজ আমরা সে পরিবেশ ধরে রাখতে পারছি না।

এই কি আমাদের রক্তঝরা স্বাধীনতার অবদান? অতীতে যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সর্বক্ষণ একটা মধুর সম্পর্ক বিরাজ করত আজ সেখানে দেখা যায় শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর মধ্যে যুদ্ধংদেহী ভাব, একটা হিংস্রতার কুবাতাস। এ রকমটি তো হবার কথা ছিল না। কিন্তু এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির কারণ জানতে চাইলে কেউ বলবেন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্বলতা, কেউ বলবেন দেশের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা ইত্যাদি। কিন্তু একদিকে শিক্ষার্থীদের উশৃংখলতা অন্যদিকে অভিবাবক মহলের উদাসিনতা ও হীনমন্যতা যে আজ এই শিক্ষার পরিবেশকে কলংকিত করার জন্য সমভাবে দায়ী একথাও অস্বীকার করা যাবে না। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে শিক্ষাঙ্গনের সুন্দর পরিবেশ ও শৃংখলা কলুষিত করার জন্য মূলতঃ কারা দায়ী এবং কিভাবে এতে তারা ইন্ধন যোগাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একটা মোদ্দাকথা বলা সংগত বলে মনে করি। শিক্ষার্থীদের কানে শিক্ষার পবিত্র মূলমন্ত্র ব্যতীত যদি অন্য কোন লাভীনয় মন্ত্র ঢুকিয়ে দেয় যায়, তা হলে ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর হলেও তরুণ ও চঞ্চলমতি শিক্ষার্থীরা সহজেই সেই মন্ত্রে আকৃষ্ট ও দীক্ষিত হয়ে যায়। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, দেশের কিছুসংখ্যক তথা কথিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই এই মন্ত্র দাতার ভূমিকা সগৌরবে পালন করে আসছে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে এই ধরনের মন্ত্রদাতাদের কোন সুযোগ ছিল না বলে তৎকালীন শিক্ষার্থীরা সর্বক্ষণ শিক্ষাঙ্গনের শৃংখলা ও পবিত্রতা বজায় রেখে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং দেশ গড়ার কাজে অনেকে যথেষ্ট অবদানও রেখে গেছেন।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, কোন কোন স্বার্থান্বেষী মহল শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার পবিত্র অঙ্গন থেকে উত্তপ্ত রাজনীতির অঙ্গনে টেনে এনে তাদেরকে দাবার গুটির ন্যায় ব্যবহার করছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থের জন্য শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের সাথে সাথে দেশের অগ্রগতিতে পরিকল্পিতভাবে বাঁধার সৃষ্টি করছেন। যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষাঙ্গনে নেমে আসছে মারাত্মক অনিয়ম, অসহিষ্ণুতা এবং দারুণ অরাজকতা। শিক্ষার্থীরা আজ রাজনীতির আবর্তে পড়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে একে অন্যকে কুপোকাত করার চেষ্টায় লিপ্ত। অতএব বিদ্যার্জনের মাধ্যমে নিজেদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার মত তাদের সময় সুযোগ কোথায়?

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ যদি দূর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে না আনা যায়, তা হলে দেশের ভবিষ্যত যে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গুণীজনের বানী—ছাত্রনং অধ্যায়ন তপঃ। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র সমাজে এই চিরন্তন বানীটি অবহেলিত।

এ প্রসঙ্গে আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নত দেশের শিক্ষাঙ্গনের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল বিধায় আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে বাংলাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যকোন সভ্যদেশে শিক্ষার্থীরা ছাত্রাবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে অনভিপ্রেত জরুরী জাতীয় সমস্যা ব্যতীত দেশের প্রচলিত রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে না। ঐ সকল দেশের শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যাবস্থায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার কোন সুযোগ দেয়া হয় না। দেখা যায় পৃথিবীর উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের ছাত্র সম্প্রদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হয়ে সমাজসেবামূলক কাজে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকার পর রাজনীতিতে আসার মত প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করে থাকে।

ঐ সকল দেশে ছাত্র রাজনীতি করার কোন সুযোগ নাই বিধায় শিক্ষার্থীরা সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করার জন্য সারাক্ষণ বিদ্যার্চর্চায় ব্যস্ত থাকে। তারা ভাবে নিজের পরিবারের এবং সর্বোপরি দেশের উন্নতির কথা। যার ফলে ঐ সব দেশে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজ করছে সুষ্ঠু সৃজনশীল পরিবেশ।

শিক্ষাঙ্গনে দূর্নীতিমুক্ত করার দায়িত্ব শুধু সরকারের একারই নয়। এ দায়িত্ব ছাত্র শিক্ষক, অভিভাবক এবং প্রত্যেকটি দায়িত্বশীল নাগরিকের। শিক্ষার পরিবেশ রাজনীতি ও দুরনীতির রাহুমুক্ত রাখার জন্য দায়িত্বশীল অভিভাবকদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। অভিভাবক মহল কি তাদের শিক্ষিত অথচ সন্ত্রাসী সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছেন না? হয়ত করছেন, কিন্তু আপন সন্তানদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না। সামাজিক অবক্ষয়ের দাপটে আজ তারা ম্রিয়মাণ এবং অসহায় বোধ করছেন। একজন অভিভাবক নানাভাবে তার সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। শুধু শিক্ষাঙ্গনে কেন সমাজের যে কোন স্তরে দেশ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার সার্বিক ক্ষমতা একমাত্র অভিভাবকেরই রয়েছে। অবাধ্য সন্তানকে তার অভিভাবক ইচ্ছা করলে ঘরছাড়া, এমনকি চরম শাস্তিস্বরূপ তার প্রাপ্য সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করতে পারেন। অভিভাবকের তরফ থেকে অনুরূপ শাস্তির হুমকি ও কঠোর মনোভাব সন্তানের সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। শিক্ষার্থীদের নৈতিক অধঃপতন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সন্ত্রাস ও বিশৃংখলা আজ এক জাতীয় সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এই দুর্ভাগ্যজনক সমস্যার স্থায়ী সমাধান যত সত্বর করা যায় দেশের জন্য ততই মঙ্গল

—ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী